প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা

২০১৯

চিন্তার দুর্দশা

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক

অনুষ্টুপ প্রকাশনী

২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচি

অনুষ্টুপের নিবেদন/অনিল আচার্য ১১

প্রসঙ্গত/ভবেশ দাশ ও সংযুক্তা সিংহ ১৯

যাঁর উদ্দেশে এই বক্তৃতা
প্রণবেশ সেন (১৯৩৫-২০০০) ২৩

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৭

প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা
চিন্তার দুর্দশা/গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ৩৭

সংবাদ পরিক্রমা ৭৫

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক: জীবনপঞ্জী ৮১

অনুষ্টুপের নিবেদন

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (১৯৩২) কলকাতায় সর্বমোট পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতাগুলির মধ্যে তিনটি বক্তৃতা পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রথম বক্তৃতা *গণতন্ত্রের রহস্য* (২০১৭), দ্বিতীয় বক্তৃতা *যুক্তি ও কল্পনাশক্তি* (২০১৮) এবং তৃতীয় বক্তৃতাটি হল *চিন্তার দুর্দশা* (২০১৯)। প্রথমটি সমর সেন স্মারক বক্তৃতা, দ্বিতীয়টি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ স্মারক বক্তৃতা এবং তৃতীয় বক্তৃতাটি প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা। এই তৃতীয় বক্তৃতাটির উদ্যোক্তা আকাশবাণীর সাংবাদিক নামাঙ্কিত 'প্রণবেশ সেন স্মারক সমিতি', যার পুরোভাগে ছিলেন বন্ধুবর ভবেশ দাস। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু এবার যেরকম সুসংবদ্ধভাবে পুস্তকাকারে বিভিন্নক্ষেত্র সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হল,

তেমনটি ছিল না। তাছাড়া যেহেতু এই তিনটি বক্তৃতা পরস্পর সম্পৃক্ত যাকে 'ট্রিলজি' বলা যেতে পারে, তাই আমরা *অনুষ্টুপ* থেকে এই বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে ২০২৬-এর বইমেলা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশ করলাম। *চিন্তার দুর্দশা* প্রকাশের অনুমতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ প্রণবেশ সেন স্মারক সমিতি এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কাছে। তাঁদের সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে বইটি আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারছি। সেই সঙ্গে পাঠকের অবগতির জন্য জানাই, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর জীবন ও পরিচিতি সামান্য পরিবর্তনসহ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই বইটিতে। যাঁরা তিনটি বই-ই কিনেছেন তাঁরা আশা করি কিছু মনে করবেন না; কারণ, প্রত্যেকটি বই-ই বক্তার মূল বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বক্তা এক এবং অভিন্ন। তাঁকে যাঁরা একবার জানেন, তাঁদের নতুন করে জানাবার দরকার নেই। কিন্তু কেউ হয়তো একটি বই-ই পড়বেন, তাঁর জন্য পুরোটাই ছেপে দেওয়া জরুরি।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। প্রাজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, কেন আমি তাঁকে ব্যক্তি না বলে ব্যক্তিত্ব বলছি। প্রথমে ডায়সেশন স্কুল, পরে প্রেসিডেন্সির ছাত্রী। স্নাতক হবার